১০-০৯-১৮ প্রাত মুরলী ওম্ শান্তি "বাপদাদা" মধুবন

"মিষ্টি বাচ্চারা - সতের সঙ্গ হলো এক, যাঁর দ্বারা তোমাদের সদ্গতি হয়, আত্মা পবিত্র হয়, বাকি সব হলো কুসঙ্গ, তাই বলা হয় - সঙ্গ উদ্ধার করে আর কুসঙ্গ নাশ করে"

প্রশ্ন : - বাবার এমন কি কর্তব্য, যা কোনো ধর্মস্থাপক করতে পারেন না ?

উত্তর : - বাবার কর্তব্য হলো, সবাইকে পতিত থেকে পবিত্র করে ঘরে ফিরিয়ে নিয়ে যাওয়া । বাবা আসেন - সবাইকে এই শরীর থেকে মুক্ত করতে অর্থাৎ মৃত্যু দিতে । এই কাজ কোনো ধর্ম স্থাপকই করতে পারে না । তাঁদের পিছনে তো সেই ধর্মের পবিত্র আত্মারা উপর থেকে নামে আর নিজের নিজের অভিনয় করে পবিত্র থেকে পতিত হয় ।

গীত : - জাগো সজনীরা জাগো...

ওম্ শান্তি । বাচ্চারা গান শুনেছে । কে শুনিয়েছেন ? সাজন শুনিয়েছেন । ভক্ত বললে স্ত্রী বা পুরুষ দুইই এতে এসে যায় । তাই সকলেই সীতা । রাম হলেন এক । ভক্ত অনেক, ভগবান এক । সেই ভগবানকে বলা হয় পরমপিতা । লৌকিক বাবাকে পরমপিতা বলা হবে না । তিনি হলেন লৌকিক শরীর দানকারী পিতা । পরমপিতা পরমধামে থাকেন, তিনি সমস্ত আত্মাদের পিতা । প্রত্যেক মানুষেরই দুজন বাবা - এক হলো লৌকিক, দ্বিতীয় পারলৌকিক বাবা । জন্মে জন্মে লৌকিক বাবার বর্সা আলাদা হয় । প্রতি জন্মে বাবা আলাদা - আলাদা থাকে । তোমরা চিন্তা করে দেখো যে, তোমরা কতো জন্ম নাও, কতো বাবা পাও ? হ্যাঁ, ৮৪ জন্মে নিশ্চই ৮৪ জন বাবা আর ৮৪ জন মা পাবে । প্রতি জন্মে একজনই লৌকিক বাবা আর একজনই মা থাকে । দ্বিতীয় বাবা হলেন পরমপিতা পরমাত্মা কিন্তু সত্যযুগ আর ত্রেতায় কখনোই ও গড ফাদার বলে স্মরণ করে না । হে পরমপিতা পরমাত্মা দয়া করো --- এমন কখনোই বলে না, তাই বোঝানো হয় -- সত্যযুগ আর ত্রেতাযুগে একজনই বাবা থাকেন । এরপর দ্বাপর যুগ আর কলিযুগ, যাকে ভক্তিমার্গ বলা হয় -- সেখানে সকলেরই দুজন বাবা । স্ত্রী আর পুরুষ উভয়েরই দুজন বাবা । মানুষ পারলৌকিক বাবাকে স্মরণ করে কেননা এ হলো দুঃখধাম । দুঃখধামে দুজন বাবা আর সুখধামে একজন বাবা । এখানে তো একজন লৌকিক বাবা, আর দ্বিতীয় সকলের দুঃখ নিবারণকারী বাবা । যাঁকে সকলেই স্মরণ করে যে, এই দুঃখ থেকে মুক্ত করো, দয়া করো । অর্ধেক কল্প হলো দুঃখধাম আর অর্ধেক কল্প হলো সুখধাম । সত্যযুগ হলো নতুন যুগ আর কলিযুগ হলো পুরানো যুগ । বাবা বলেন যে, এখন আমি সত্যযুগ নতুন দুনিয়ার স্থাপনা করছি । এই পুরানো যুগ কলিযুগের বিনাশ হয়ে যাবে । কলিযুগের পরে আবার সত্যযুগ আসবে । কলিযুগের অন্ত আর সত্যযুগের আদিকে কল্পের সঙ্গম বলা হয় । এ হলো কল্যাণকারী যুগ কেননা এখানেই পতিত থেকে পবিত্র হতে হয় । কলিযুগে থাকে পতিত মানুষ, আর সত্যযুগে থাকে পবিত্র দেবতা । বাবা বোঝান যে, এ হলো আসুরী রাবণ সম্প্রদায় । প্রত্যেকের ভিতরেই পাঁচ বিকারের প্রবেশ ঘটেছে । তাকে বলা হবে রাবণ ওমনি প্রেজেন্ট (সর্বত্র বিরাজিত), গড ওমনি প্রেজেন্ট নয় । পাঁচ বিকারের প্রবেশ ঘটেছে তাই একে পতিত দুনিয়া বলা হয় । সত্যযুগ আর ত্রেতাযুগকে পবিত্র দুনিয়া শিবালয় বলা হয় । কলিযুগ হলো বেশ্যালয় । তাই শিব পরমপিতা পরমাত্মা এসে নব যুগ স্থাপনা করেন । বাবা বলেন, এখন জাগো, নবযুগ বা সুখধামের সময় এখন এসেছে । লক্ষ্মী -

নারায়ণের রাজ্য এখন আসছে । এ হলো রাজযোগ । এ কোনো সাধারণ সত্সঙ্গ নয় । এক হলো সত্য সঙ্গ আর দ্বিতীয় হলো মিথ্যা সঙ্গ, কু সঙ্গ । সত্ সঙ্গ উদ্ধার করে আর কু-সঙ্গ নাশ করে ।

সত্ হলেন এক বাবাই । তাঁকেই বলে পতিত - পাবন এসো । তিনি এসেই পবিত্র বানান । এখন হলো রাবণ রাজ্য । যতক্ষণ সত্ বাবা আসবেন না, ততক্ষণ সত্ সঙ্গ হয় না । সবই হলো মিথ্যা সঙ্গ বা কু সঙ্গ । তোমরাই হলে সীতা, তোমরাই ভক্তি করো । তোমরা মনে করো ভক্তির ফল ভগবান এসে দেবেন । তাই অবশ্যই যখন ভক্তির সময় সমাপ্ত হওয়ার হবে, তখনই তো তিনি আসবেন, তাই না । অর্ধেক কল্প হলো জ্ঞানের প্রালব্ধ আর অর্ধেক কল্প হলো ভক্তির প্রালব্ধ । এখন তোমরা ভগবানের শ্রীমতে পুরুষার্থ করছো । ভগবান হলেন এক, তিনি নিরাকার, পরমপিতা পরমাত্মা, আত্মাদের বাবা । তিনি এই সঙ্গমেই আসেন । দ্বাপর আর কলিযুগকে ভক্তিকান্ড বলা হয় । সত্যযুগ আর ত্রেতাকে জ্ঞানকান্ড বলা হয় । এই জ্ঞান আছেই জ্ঞানের সাগর পরমপিতা পরমাত্মার কাছে । শাস্ত্রের জ্ঞান কোনো জ্ঞান নয় । তাতে যদি জ্ঞান থাকতো তাহলে সদ্গতি হতো । ভারত যেমন হীরের মতো ছিলো, এখন আর তা নেই । বাবা আবার তা বানান । তোমরা এখন হীরের মতো হচ্ছো । তোমাদের জীবনের পরিবর্তন হচ্ছে । আত্মা এখন দৈবী গুণ ধারণ করছে । এমনিতে তো মানুষ ব্যারিস্টার, ইঞ্জিনিয়র, সার্জন ইত্যাদি তৈরী হয় । বাকি, মানুষদের দেবতা বানানো, এ হলো পরমপিতা পরমাত্মা, জ্ঞানের সাগরের কর্তব্য । তাঁকেই সত্য বলা হয় । তিনিই সত্য বলেন অর্থাৎ সত্যখন্ডের স্থাপনা করেন । বাকি সব তো মিথ্যা বলে, মিথ্যা খন্ডের স্থাপনা করে । রাবণের মতে চলে । তোমরা শ্রীমতে চলে শ্রেষ্ঠ হও । নতুন যুগেভারত ছিলো নতুন । তাকে ওয়ার্ল্ড অলমাইটি অথরিটি বলা হতো । তখন লক্ষ্মী - নারায়ণের রাজ্য ছিলো । তাঁদের কে এই রাজ্য - ভাগ্য দিয়েছিলো ? অবশ্যই যিনি স্বর্গের স্থাপনা করবেন । এখন ৮৪ জন্ম নিয়ে মানুষ এই আশীর্বাদী বর্সা হারিয়ে ফেলেছে । এখন আবার চক্র সম্পূর্ণ হবে । সবাইকে ফিরে যেতে হবে । লিবারেটর হলেন একমাত্র বাবা । তিনিই সবাইকে লিবারেট করে নিয়ে যান, এইজন্য তাঁকে কালেরও কাল বলা হয় । বাবা বলেন যে, এখন তোমাদের ৮৪ জন্ম সম্পূর্ণ হয়েছে । এখন ফিরে যেতে হবে । এই সৃষ্টিচক্র কিভাবে চলে, তা বাবা বসেই বোঝান, অর্থাত্ তোমাদের ত্রিকালদর্শী বানান । তিনি তিন লোক আর তিন কালের জ্ঞান দেন । তিনিই হলেন পতিত পাবন, জ্ঞানের সাগর, বীজ রূপ । তাঁর থেকেই তোমরা সত্যখন্ডের অবিনাশী আশীর্বাদী বর্সা পাও । এখানে তোমরা এসেছো পরমপিতা পরমাত্মার কাছে আশীর্বাদী বর্সা নেওয়ার জন্য, যিনি স্বর্গের স্থাপনা করেন । তোমরা জানো যে, আমরাই আবার স্বর্গের মালিক হবো ।

সত্যযুগের লক্ষ্মী - নারায়ণ আদিদের বলা হয় দৈবী ধর্ম, সে হলো শ্রেষ্ঠ ধর্ম । তাঁদের ধর্মও যেমন শ্রেষ্ঠ, তেমনি কর্মও শ্রেষ্ঠ । সেখানে কেউই ভ্রষ্টাচারী থাকে না । দ্বাপর আর কলিযুগেও একজন শ্রেষ্ঠাচারী থাকে না । বাবাকে ভোলার কারণেই এই খারাপ গতি হয় । এরপর বাবা এসেই পতিত থেকে পবিত্র বানান । ধর্ম স্থাপক কখনোই পতিত থেকে পবিত্র বানাতে আসেন না । পতিত পাবন হলেন একমাত্র বাবাই । তিনিই প্রকৃত গুরু । বাকি ওরা এসে তো তাদের ধর্ম স্থাপন করেন । ওপর থেকে পবিত্র আত্মারা আসে, তারপর ধীরে ধীরে পতিত হয় । এই সময় সকলেই পতিত । সবাইকে পবিত্র করা তো বাবারই কাজ । তিনিই হলেন পতিত পাবন । গুরু নানকও সেই সদ্গুরুর মহিমা করেছেন । এই পুরানো দুনিয়ার বিনাশের জন্যই এই মহাভারতের লড়াই । বাকি এমন নয় যে তোমাদের যুদ্ধের ময়দানে জ্ঞান দেন । জ্ঞানের জন্য তো একান্তের প্রয়োজন । সাত দিন ভাট্টিতে থাকতে হবে । বাকি সবই তো হলো ভক্তির সামগ্রী । ভক্তদের মধ্যেও কেউ কেউ বড় ভক্ত হয় ।

রুদ্র মালাও যেমন আছে, তেমনি ভক্তের মালাও আছে । ও হলো ভক্তদের মালা, আর এ হলো জ্ঞানের মালা । ওপরে থাকে শিব তারপর যুগল দানা, তারপর তাঁদের বংশাবলী, যে মালা মানুষ জপ করে । রাম – রাম বলতে থাকে, কেননা তারা দুঃখী, রাবণ সম্প্রদায় রামকে স্মরণ করে যে, এসে নিজের বানাও । এখন তোমরা ঈশ্বরের কোলে এসেছো । বাস্তবে সমস্ত আত্মারাই পরমপিতা পরমাত্মার সন্তান । মনুষ্য সৃষ্টি হলো প্রজাপিতা ব্রহ্মার সন্তান । প্রজাপিতা ব্রহ্মার দ্বারা মনুষ্য সৃষ্টির রচনা করা হয়েছে । আত্মা তো অবিনাশী । আত্মাদের বাবাও হলেন অবিনাশী । এখন তোমাদের দুইজন বাবা -- এক বিনাশী আর দ্বিতীয় অবিনাশী । ব্রহ্মাও শরীর ত্যাগ করেন । শিববাবার তো আর নিজের শরীর নেই । তিনি তো জন্ম – মরণ রহিত । জন্ম – মরণে তোমরা বাচ্চারা আসো । তোমাদের, আদি সনাতন দেবী দেবতাদেরই ৮৪ জন্ম হয় । এ তো হিসেব । গুরু নানকের জন্মের তো ৫০০ বছর হয়েছে । তাহলে এই সময়ে ৮৪ জন্ম কিভাবে নেবে । বাকি লাখ জন্মের তো কথাই নেই । বাবা বোঝান যে, এখন সকলের জন্ম সম্পূর্ণ হয়েছে । এরপর নতুনভাবে সত্যযুগে খেলা শুরু হবে । সত্যযুগে তো অল্পকিছু মানুষ চাই । বাকি এতোসব কোথায় যাবে ? তাদের জন্যই এই মৌচাকে আগুন লাগবে । এই বোম্ব, প্রাকৃতিক বিপর্যয়ে সব শেষ হয়ে যাবে । বাকি আত্মারা সব মুক্তিধামে চলে যাবে । এ হলো শেষ সময়, সবাইকে ফিরে যেতে হবে । ভারতকে অবিনাশী খণ্ড বলা হয় কেননা ভারতই বাবার জন্মস্থান । শিববাবা এই ভারতেই আসেন । পতিত – পাবন বাবা এখানে জন্ম নেন, তাই সমস্ত ধর্মের মানুষের জন্য ভারত হলো অনেক বড় তীর্থস্থান । ভারতের এমন গুরুত্ব কিন্তু মানুষ সেই গুরুত্বকে উড়িয়ে দিয়েছে । এও এই নাটকেরই খেলা, যা বাবা এসে বোঝান । বাবা বলেন যে, আমিই হলাম জ্ঞানের সাগর । লক্ষ্মী – নারায়ণকে জ্ঞানের সাগর বলা হবে না । তাঁদের মধ্যে রচয়িতা আর রচনার আদি – মধ্য এবং অন্তের জ্ঞান নেই ।

এই জ্ঞান অবশ্যই তোমাদের মধ্যে আছে । তোমরাই মানুষ থেকে দেবতা হও । তোমরা এখানে আসো পতিত থেকে পবিত্র হয়ে পবিত্র দুনিয়ার মালিক হতে । বাবা বসে আত্মাদের সঙ্গে কথা বলেন । নিরাকার বাবা এই শরীরকে ধার নিয়ে পড়ান । তোমাদের আত্মাও এই শরীরের দ্বারাই শোনে । বাবা বুঝিয়েছেন যে, আত্মা হলো স্টার, যে ভ্রুকুটির মধ্যে থাকে, আর ওই বাবা হলেন সুপ্রীম আত্মা । সেই সুপ্রীম এসে এনাকে নিজের সমান সুপ্রীম বানিয়ে সাথে করে নিয়ে যান । তিনি হলেন সমস্ত আত্মাদের গাইড । তাঁকেই দুঃখহর্তা, সুখকর্তা বলা হয় । তিনি তোমাদের দুঃখ থেকে উদ্ধার করে নিয়ে যাবেন । সত্যযুগে কোনো দুঃখ থাকে না । নব – যুগের জ্ঞানও সেখানে নেই । এই কথা মানুষ কখনোই শোনে নি । যদিও ভালো বা খারাপ দুই রকম মানুষই আছে কিন্তু সকলেই পতিত, তাই তো তারা গঙ্গায় স্নান করতে, পবিত্র হতে যায় । গঙ্গার নাম পতিত – পাবনী রেখে দিয়েছে । বাস্তবে পতিত – পাবন তো বাবাকেই বলা হয় । পতিত দুনিয়ার পরে পবিত্র দুনিয়ার স্থাপন হয় । সত্যযুগকে নির্বিকারী দুনিয়া বলা হয় । আর ও হলো সাইলেন্স ইনকরপোরিয়াল ওয়ার্ল্ড । আত্মারা সব এখানে এসে অভিনয় করে । এই পার্ট হলো ৮৪ জন্মের । তোমরা অলরাউন্ড অভিনয় করো । এ হলো এক বানানো ড্রামা । প্রত্যেকের মধ্যেই তার নিজের নিজের অবিনাশী পার্ট । তা কখনোই মুছে যায় না । তোমরা ৮৪ জন্ম ভোগ করবে । এই চক্রের আদি – অন্ত নেই । ড্রামা কখন শুরু হয়েছিলো – এই প্রশ্ন উঠতে পারে না । না এর আদি আছে, না অন্ত । সত্যযুগ শুরুতেও ছিলো সত্য, সত্য আছে এবং সত্যই হবে । এই চক্র বুঝতে পারলে তোমরা স্বর্গের চক্রবর্তী মহারাজা মহারাণী হও । তাকে ওয়ার্ল্ড অলমাইটি অথরিটি রাজ্য বলা হয়, যা ওয়ার্ল্ড অলমাইটি বাবার থেকে পাওয়া যায় । তোমরা বেহদের বাবার থেকে ২১ জন্মের জন্য সদা সুখের বর্সা পাও । বাবাকে হেভেনলী গড ফাদার বলা হয় ।

স্বর্গের আশীর্বাদী বর্সা দানকারী বাবা বলেন যে, আমি কল্পের সঙ্গম যুগে এসে স্বর্গের আশীর্বাদী বর্সা দিই । যারা পুরুষার্থ করবে তারা সূর্যবংশী ঘরানাতে আসবে । এ কোনো সাধারণ সত্সঙ্গ নয় । এ হলো গডলী ইউনিভার্সিটি । ভগবান উবাচঃ, তাই না । ভগবান পড়িয়ে মানুষকে দেবতা বানান । এমন কোনো সত্সঙ্গ হবে না, যেখানে বলবে, আমরা মানুষ থেকে দেবতা বানাবো ।

বাচ্চারা এখন তোমরা নতুন দুনিয়ায় দেবী – দেবতার পদ পাওয়ার জন্য পুরুষার্থ করছো । তোমাদের বোঝানো উচিত যে, বাবা দুজন হয় – এক বেহদের বাবা আর এক হদের । আমরা বেহদের বাবার থেকে অবিনাশী আশীর্বাদী বর্সা নিচ্ছি । তোমাদেরও তিনি মত দেন যে, আশীর্বাদী বর্সা নাও । শ্রেষ্ঠর থেকে শ্রেষ্ঠ পরমপিতা পরমাত্মার মতে চললে তোমরা স্বর্গের মালিক হবে । সত্য হলেন এক বাবা । তিনি এসেই আমাদের পড়ান । এঁর শরীরের দ্বারাই তিনি বলেন যে, আমি ব্রহ্মার শরীরের দ্বারা ব্রহ্মা মুখ বংশাবলীদের আশীর্বাদী বর্সা দিই । ব্রহ্মার দ্বারা তোমরা ঠাকুর দাদার আশীর্বাদী বর্সা পাও । ঠাকুর দাদার আশীর্বাদী বর্সার উপরে সমস্ত আত্মাদের অধিকার আছে । লৌকিক সম্বন্ধে কেবল পুরুষরাই আশীর্বাদী বর্সার অধিকারী হয় । তোমরা তো হলে আত্মা । সবাই ভাই – ভাই । সবাই শিববাবার থেকে বর্সা পায় । তোমরা ঠাকুর দাদার থেকে অবিনাশী বর্সা পাচ্ছো ।

বাবা বলেন যে, আমি তোমাদের মন্দিরের যোগ্য বানাই । মানুষদের দেখো কতো ক্রোধ । একজন আর একজনের বিনাশ করে দেয় । এ হলো বেশ্যালয় । শিবালয় ছিলো, তা আবার তৈরী হচ্ছে । পরমপিতা পরমাত্মা শিব এসে শিবালয় বানান । তিনি এই বেশ্যালয় থেকে উদ্ধার করে গাইড হয়ে সবাইকে শিবালয়ে নিয়ে যান । সবাই তাদের পুরানো শরীর থেকে মুক্ত হয়ে আমার সাথে যাবে । আচ্ছা ।

মিষ্টি – মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতাপিতা, বাপদাদার স্মরণ, ভালোবাসা এবং সুপ্রভাত ॥ রুহানী বাবার রুহানী বাচ্চাদের নমস্কার ।

ধারণার জন্য মুখ্য সার :--

১) দৈব গুণ ধারণ করে নিজের জীবনের পরিবর্তন করতে হবে । সত্যখণ্ডে যাওয়ার জন্য সত্য বাবার সঙ্গে সত্যতা বজায় রাখতে হবে ।

২) এক সত্য বাবার সঙ্গে থাকতে হবে । মানুষ থেকে দেবতা হওয়ার পড়া খুব ভালোভাবে পড়ে বেহদের আশীর্বাদী বর্সা নিতে হবে ।

বরদান : -- শ্রেষ্ঠ কর্মধারী হয়ে উচ্চ ভাগ্য বানিয়ে পদমাপদম ভাগ্যশালী ভব

যার কর্ম যতো শ্রেষ্ঠ, তার ভাগ্যের রেখা তত লম্বা আর স্পষ্ট । ভাগ্য বানানোর সাধন হলো শ্রেষ্ঠ কর্ম । তাহলে শ্রেষ্ঠ কর্মধারী হও আর পদমাপদম ভাগ্যশালীর ভাগ্য প্রাপ্ত করো । শ্রেষ্ঠ কর্মের আধার হলো শ্রেষ্ঠ স্মৃতি । শ্রেষ্ঠর থেকে শ্রেষ্ঠ বাবার স্মৃতিতে থাকলেই কর্ম শ্রেষ্ঠ হবে, তাই যতো চাও, ততই ভাগ্যের লম্বা রেখা টেনে নাও । এই এক জন্মেই অনেক জন্মের ভাগ্য তৈরী হতে পারে ।

স্লোগান : - নিজের সন্তুষ্টতার পার্সোনালিটির দ্বারা অনেককে সন্তুষ্ট করাই হলো সন্তুষ্টমণি হওয়া ।

পদমাপদম – পদ্ম অর্থাৎ শতদল, প্রতিটি কদমে সহস্র শতদল সমান প্রাপ্তি।